R. N. No 2532/57

Regd. No. C. 853

রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বগীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

খেতে ভাল ফোন—২৩
★ মুক্তা বিড়ি ★ নুরুল বিড়ি
★ রেখা বিড়ি
ময়না বিড়ি ওয়ার্কস্
পোঃ ধুলিয়ান, (মুর্শিদাবাদ)
ট্রানজিট গোডাউন
ডালকোলা (ফোন—৩৫)

৬০শ বর্ষ
২২শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৪ই কার্ত্তিক, বুধবার, ১৩৮০ সাল।
৩১শে অক্টোবর, ১৯৭৩ সাল।

নগদ মূল্য : ১০ পয়সা
বার্ষিক ৫৲, সডাক ৬৲

চাল পাচারকারীদের হাতে ছাত্র-পরিষদ কর্মী নিহত

পুলিশী নিষ্ক্রিয়তায় জনতা ক্ষুব্ধ

ধুলিয়ান, ২৯শে অক্টোবর—গত রাত্রে চাল-পাচারকারীদের হাতে ছাত্রপরিষদ কর্মী স্বুবল দাস নিহত এবং পাচার বন্ধে পুলিশী নিষ্ক্রিয়তায় স্থানীয় জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

প্রকাশ, যাত্রা শুনে ছাত্রপরিষদের দুইজন কর্মী দীপক সাহা এবং হুমায়ুন আলী বাড়ী ফেরার পথে স্থানীয় চাল ব্যবসায়ী ডালিমের আড়তের সামনে একটি ট্রাকে (নং ডব্লিউ, বি, কে ৯৯৭৮) চাল বোঝাই হতে দেখে তাঁরা সে খবর থানায় জানান। কিন্তু সেই সময় থানায় কোন অফিসার না থাকায় পুলিশ তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে নারাজ হয়। তাঁরা তখন নিজেদের গ্রামে গিয়ে ২টি গোরুগাড়ী ও ১০/১৫ জন লোককে সঙ্গে নিয়ে ঘটনা-স্থলে হাজির হন এবং পথ অবরোধ করেন। পরে শ্রীসাহা এবং শ্রীআলী ডাকবাংলায় গিয়ে ছাত্রনেতা মহঃ সানাউল্লাকে সমস্ত ঘটনা জানালে তিনি এস, ডি, ও, এস, ডি, পি, ও এবং সামসেরগঞ্জ থানায় টেলিফোনে যোগাযোগ করে তাদের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য অনুরোধ করেন। এদিকে খবর পেয়ে ছাত্রপরিষদের কর্মী স্বুবল দাস দ্রুত ঘটনাস্থলে হাজির হন। সেই সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্যাক্সিকে পথ করে দেবার জন্য অবরোধ সরান হলে সুযোগ বুঝে চালসমেত ট্রাকটি ষ্টার্ট দিয়ে দ্রুতগতিতে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করলে স্বুবল দাস ঐ ট্রাকে উঠে পড়েন এবং থামাবার জন্য চেষ্টা করেন। তখন তাঁকে ট্রাকের উপরে তুলে নেওয়া হয় এবং লোহার রড ও সাবোল দিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে রাস্তার ধারে ফেলে দিয়ে ট্রাকটি চম্পট দেয়।

থানা থেকে মাত্র ২০০ গজের মধ্যে এই ঘটনা ঘটে

(৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

আদর্শ শিক্ষকের জীবনাবসান

রঘুনাথগঞ্জ, ৩০শে অক্টোবর—রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত জনপ্রিয় প্রবীণ শিক্ষক পূর্ণচন্দ্র সাহা মহাশয় গতকাল বিকেলে জঙ্গিপুর সদর হাসপাতালে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, চার পুত্র ও দুই কন্যা রেখে গিয়েছেন।

বাংলা ১৩০৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে রঘুনাথগঞ্জ শহরে এক গৃহস্থ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা স্বর্গীয় পরমানন্দ সাহা মহাশয় এই শহরের একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন। বাল্যকালেই তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। ইংরাজী ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি স্থানীয় মিশনারী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে বিদ্যারম্ভ করেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ব্যবসায়ীর চক্রান্তে আটক তেল চড়া দামে বিক্রী হ'ল

সাগরদীঘি, ২৭শে অক্টোবর—রাজ্যের এনফোর্সমেণ্ট শাখা স্থানীয় ব্যবসায়ী শ্রীহীরালাল ভকতের যে ১২১ টিন সরষের তেল আটক করেছিলেন এবং যে তেল গুদামে পচে নষ্ট হচ্ছে বলে গত ২২শে আগষ্ট জঙ্গিপুর সংবাদে খবর বেরিয়েছিল, সেই তেল জনৈক ব্যবসায়ীর চক্রান্তে সাধারণ মানুষকে ন্যায্য মূল্যের পরিবর্ত্তে ৯.০০ টাকা কিলো দরে কিনে খেতে হ'ল। এই মর্মে এক অভিযোগ পেয়ে জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক শ্রীহরিবন্ধু নায়েক গতকাল সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীর দোকান পরিদর্শনে এসে ন্যায্য মূল্যের উপযুক্ত কোন নথিপত্র দেখতে পাননি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ঐ পরিমাণ আটক তেল কোন রকম নিলামের বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই, পুলিশের সি, আই-এর উপস্থিতিতে গত মাসের শেষ সপ্তাহে থানা থেকে নিলাম করা হয়। আর ঐ তেল খরিদ করেন হোল সেলার শ্রীহরিকিষণ ভকত (হীরালাল ভকতের ছেলে) সাড়ে চার টাকা দরে। পরে সেই তেল ঐ ব্যবসায়ীর চক্রান্তে সাধারণ মানুষকে খরিদ করতে হয় ন'টাকা দরে।

ছাত্রপরিষদ কর্মী নিহত

যাওয়ায় এবং পুলিশী নিষ্ক্রিয়তায় শহরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনা ঘটে যাবার আড়াই ঘণ্টা পরে থানার ও, সি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন বলে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। খবর পেয়ে এস, ডি, ও এবং এস, ডি, পি, ও ট্রাকের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর ট্রাকের খোঁজ না পেয়ে তাঁরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং সহযোগিতা না করার জন্য পুলিশকে তিরস্কার করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, সম্প্রতি চাল পাচারকারী দুইটি লরি মহকুমা-শাসক নিজে এই এলাকা থেকে আটক করেন।

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২
মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ
হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)
রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—**সদরঘাট** *
ব্রাঞ্চ—**ফুলতলা**
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৪ই কার্ত্তিক বুধবার সন ১৩৮০ সাল।

॥ ৺পূর্ণচন্দ্র সাহা ॥

"আমি তোমাদের কাছে ভূতপূর্ব—অতীত মৃত। অনেকেরই হৃদয়পটে 'পুন্নু মাষ্টার'-এর স্মৃতি ইতঃমধ্যেই ঝাপসা হয়েছে, দু'দিন পরে একেবারেই মুছে যাবে—এটা জানি। তবুও কবি Gray-এর মত আশা করে কেউ কেউ যেন তাকে তাদের মনের কোণে একটু স্থান দেয়। 'A parting soul some pious drops requires' ..... তাই আমার আশঙ্কা হয়—'will you put me to the grave unhonoured and unsung?" রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রাক্তন শিক্ষক পূর্ণচন্দ্র সাহা এগার বৎসর পূর্বে অবসর গ্রহণের পর এক পত্রে এই কথা লিখিয়াছিলেন। গত ১২ই কার্ত্তিক স্থানীয় সদর হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বে কিছুদিন হইতে তিনি অসুখ ভোগ করিতেছিলেন। সংসারের রূঢ় বাস্তবের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রামজর্জর জীবন এতদিনে চিরশান্তিধামে প্রস্থান করিল।

পূর্ণবাবু প্রাচুর্যের সংসারে জন্মগ্রহণ করেন নাই। ১৯০৫ সালে তদানীন্তন রঘুনাথগঞ্জ মিশনারী বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষাজীবন শুরু করেন। তিনি ছাত্রজীবনে অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। অর্থাভাবে আই-এ পাশ করিয়া ১৯১৯ সালে রঘুনাথগঞ্জ এম-ই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করিতে বাধ্য হন। এই বিদ্যালয়ের সেবা করিয়াছিলেন বিয়াল্লিশ বৎসর ধরিয়া অবসরগ্রহণ পর্যন্ত। যে বিদ্যালয়ের মাতৃস্নেহে তাঁহার মনের পুষ্টি ঘটিয়াছিল, তাহাকেই তিনি মাতৃজ্ঞানে আজীবন সেবা করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছিলেন: 'আমার ধাত্রী, আমার জ্ঞানদাত্রী এই শিক্ষায়তন। আমিও আমার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে এর সেবা করেছি।' এইরূপ দৃষ্টান্ত কদাচিৎ মিলে।

কর্মজীবনে তিনি বাংলা, ইংরাজী, অঙ্ক, সংস্কৃতে চৌকস শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার গম্ভীর, অনাড়ম্বর ও ক্রোধহীন শাসন ছাত্রদের কাছে পরম শ্রদ্ধার বস্তু ছিল। তাঁহার অধ্যাপনা সামাজিক চালচলন —সর্বত ছিল এক মার্জিত সংযম। তিনি ছিলেন একজন কৃতী অভিভাবক। তাঁহার সুদক্ষ পরিচালনায় তাঁহার পুত্রেরা আজ স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। পণ্ডিত প্রেসের সঙ্গে তাঁহার অটুট আমৃত্যু সৌহার্দ্য ছিল।

পূর্ণবাবুর মত কর্মনিষ্ঠ ও আদর্শ-পরায়ণ মানুষ আজিকার দিনে বিরল। আমরা তাঁহার অমর আত্মার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া তাঁহার আত্মার কল্যাণে প্রার্থনা জানাইতেছি।

॥ 'নাচায় পুতুল যথা দক্ষ বাজিকরে...' ॥

যে পুতুলনাচের কথা আমরা ইতোপূর্বে লিখিয়াছিলাম, তাহা শেষ হইল। দর্শকেরা এখন পুতুলের কর্তাদের সপুলক তারীফ করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহে গমন করুন। এমন মঞ্চাভিনয় কদাচিৎ দেখা যায়। সে মঞ্চ রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা-পরিষদ। গ্রীনরুমে নায়ক প্রতিনায়কের পারস্পরিক সমঝোতায় নাট্যাংশ বহির্ভূত অনেক কাণ্ড ঘটিয়া যাইতে দেখিয়া তাবৎ অপরাপর কুশীলবগণ বিস্ময় মানিলেন বৈকি। তবুও এমন 'খিটকেলী' ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একমাত্র সান্ত্বনা: পুতুলদের মাতামাতি দাপাদাপি বন্ধ হইয়াছে। যে যৎটুকু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খোয়াইয়াছে, তাহা উপস্থিতমত বজায় রহিয়া গেল এক কিম্ভূতকিমাকার চেহারায়।

আঠার দিনের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের জন্য আঠার পর্বের মহাভারত। সতের দিনের আরব-ইজরায়েল যুদ্ধ বিশ্বরাজনীতির এক মহাভারত রচনা করিয়া থাকিবে বৈকি। পুতুল চালক আমেরিকা ও রাশিয়া। তাহাদের অঙ্গুলি হেলনে আরব-ইজরায়েল পুতুলগুলি সিনাই মরুতে, সুয়েজে ও সিরিয়া সীমান্তে নানা নৃত্যকৌশল দেখাইল। দক্ষ বাজিকর আমেরিকা ও রাশিয়া পর্দার আড়ালে থাকিয়া উভয় পক্ষের পুতুল দিয়া ভেল্কি লাগাইয়া দিল। দর্শককুল অবাকবিস্ময়ে আরব-ইজরায়েলের ক্রিয়াকাণ্ড দেখিতে থাকিল। সতের দিনের নৃত্যে রঙ্গমঞ্চের ম্যানেজার অঙ্গুলিসঙ্কেতে থামাইলেন দুই-পক্ষকে। আরব পুতুলের ৭৭৫ বর্গমাইল অঙ্গহানি ঘটিয়াছে; ইজরায়েলের গিয়াছে বার-লেভ লাইন ও সিনাইয়ের কিছু অংশ। তুলনায় আরব পুতুল মার খাইয়াছে বেশী।

তা যাই হোক, আমেরিকা বা সোভিয়েত রাশিয়া—কাহারও লোকক্ষয় হয় নাই। তাহারা সমর সম্ভার উভয় পক্ষকে যোগাইয়াছে মাত্র। মরিয়াছে আরবের ও ইজরায়েলের লোক। যুদ্ধ-বিরতি ঘটান হইল। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়াছিল যে, আমেরিকা বা রাশিয়া—উভয় পক্ষই আপন আপন মানইজ্জৎ রক্ষার জন্য এই যুদ্ধবিরতি ঘটাইয়াছে। না হইলে দুই বৃহৎ শক্তিরই নাকালের অবধি থাকিত না। এবারের যুদ্ধ ছাড়াও আগের লড়াইয়ে আরব অনেক ক্ষতি সহ্য করিয়াছে। ইহার কোন মীমাংসা আজিও হয় নাই। আবার সে বেশ কিছু অংশ খোয়াইল। প্রশ্ন এই: এই সব হারান অংশ সে আবার ফিরিয়া পাইবে না, শান্তিপ্রস্তাবের নামে অশান্তিকে জিয়াইয়া রাখা হইবে?

বি, এস, এফ বাহিনীর উপর আক্রমণ

রঘুনাথগঞ্জ, ২৪শে অক্টোবর—গত ১৮ই অক্টোবর সকাল আটটা নাগাদ বি, এস, এফ বাহিনীর পাঁচজন কর্মী যখন সাদা পোষাকে জঙ্গিপুর—কৃষ্ণপুর রুটে বড়জুমলা যাচ্ছিলেন তখন পথিমধ্যে রামপুরা ষ্টপেজে তাঁদের সাথে সামান্য কারণে স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা ও বাসযাত্রী সিরাজুল ইসলাম ও মোহন সেখের বাকবিতণ্ডা হয়। ঐ ঘটনার জের টেনে বি, এস, এফ বাহিনীর কর্মীরা বড়জুমলায় নামলে উক্ত সিরাজুল ইসলাম ও মোহন সেখ গ্রামের লোকেদের সাহায্য নিয়ে তাঁদের আক্রমণ করে এবং বন্দুক সহ দু'টি ব্যাগ ওঁদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়। সেই সময় হঠাৎ বি, এস, এফ বাহিনীর একজন কম্যাণ্ডার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে আক্রমণ-কারীরা ব্যাগ দু'টি ফেলে পালিয়ে যায়। এই ঘটনায় সিরাজুল ইসলাম ও মোহন সেখকে আসামী সাব্যস্ত করা হয়েছে কিন্তু তারা নাকি দু'জনেই ফেরার বলে পুলিশীসূত্রে জানা গেল।

ঈদ উৎসব

রঘুনাথগঞ্জ, ৩০শে অক্টোবর—গত ২৮শে অক্টোবর পবিত্র ঈদলফেতর উৎসব পালন করা হয়। বিভিন্ন থানার গ্রামে ঈদগাহে হাজার হাজার মুসলমান সম্প্রদায়ের শান্তিপূর্ণ নামাজপাঠের সংবাদ পাওয়া গিয়েছে।

পুরাতনী

সম্পাদনা: শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

জঙ্গিপুরে লাট সাহেব

আগামী ২৬শে আগষ্ট রবিবার আমাদের বঙ্গেশ্বর লর্ড রোণাল্ডসের জঙ্গিপুরে পদার্পণ করিবার দিন স্থির হইয়াছে। লাট সাহেব বাহাদুর জঙ্গিপুরে নালা কাটিয়া ম্যালেরিয়া তাড়ান ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবার জন্যই শুভাগমন করিতেছেন। নালা ত এখনও কাটা হয় নাই তবে বোধ হয় তিনি ম্যাপ ও নক্সা অনুসারে নালা কাটিবার স্থানগুলি এবং যত দূর কাটা হইয়াছে তাহাই দেখিবেন। এ নালার দ্বারা জঙ্গিপুরের স্বাস্থ্যের যে উন্নতি হইবে আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ত তাহা ধারণা করিতে পারিতেছি না। গবর্ণমেণ্টের টাকা ব্যয় দেখিয়া বোধ হইতেছে—

"সরকারকা মাল
দরিয়া মে ডাল"।

তবে বড় বড় স্যানিটরীর মাথায় যা আসিয়াছে তাহা আমরা হঠাৎ বুঝিব কেন? আমরা দেখিব
"ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ।"

জঙ্গিপুর সংবাদ
১৬।৪।১৩২৪ ইং ১।৮।১৯১৭

স্বায়ত্তশাসন পুনর্গঠন

(ষ্টাফ রিপোরটার)

সাগরদীঘি, ২৭শে অক্টোবর—রাজ্যের অন্যান্য স্বায়ত্তশাসন বা পঞ্চায়েতরাজ পুনর্গঠনের মত সম্প্রতি এই পঞ্চায়েতরাজের পুনর্গঠন করা হয়েছে। পূর্বের গ্রামসভা, অঞ্চল পঞ্চায়েত, আঞ্চলিক পরিষদ এবং জেলা পরিষদ—এই চারটি স্তরের পরিবর্ত্তে বর্ত্তমানে গ্রাম পঞ্চায়েত, আঞ্চলিক পরিষদ এবং জেলা পরিষদ—এই তিনটি স্তর করা হল। বাদ গেল অঞ্চল পঞ্চায়েত এবং সেই সঙ্গে অস্তিত্ব বিলোপ হল অঞ্চল প্রধান পদের। এবার থেকে গ্রাম-পঞ্চায়েতের সদস্যরা নির্বাচিত হবেন ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং গ্রাম প্রধান নির্বাচিত হবেন ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের ভোটে। ১৫ হাজার লোকসংখ্যা বিশিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রতি ৪০০ ভোটারে একজন করে সদস্য প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। এই থানার বোথারা অঞ্চলকে ভেঙ্গে ২টি করা হল। বোথারা—১ এবং বোথারা—২, ফলে গ্রাম পঞ্চায়েত বা অঞ্চলের সংখ্যা দাঁড়ালো এগারোতে। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পঞ্চায়েতরাজের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সেই সময় থেকে গ্রামপঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু করা হবে বলে ওয়াকিবহাল মহল থেকে খবর পাওয়া গিয়েছে।

ডি, আই ঘেরাও

বহরমপুর, ২৭শে অক্টোবর—এ, বি, পি, টি, এ-র সুতী থানা শাখার সহ-সম্পাদক মর্ত্তুজ আলীকে বদলির আদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে এ্যাসোসিয়েশনের জেলা শাখার ডাকে কয়েক শত প্রাথমিক শিক্ষক সম্প্রতি জেলা স্কুল বোর্ডে ডি, আইকে ঘেরাও করেন। ঘেরাও এর পর তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, ভবিষ্যতে বদলির ব্যাপারে সরকারী নির্দ্দেশ ও রীতিনীতি মেনে চলবেন এবং যেহেতু মর্ত্তুজ আলীর বদলির বিরুদ্ধে হাইকোর্টে ইনজাংশন জারী করেছে সেইহেতু তিনি তৎক্ষণাৎ কোন সিদ্ধান্ত জানাতে পারছেন না। তবে জেলা-শাসকের সাথে আলোচনা করে তাঁর বদলির আদেশ প্রত্যাহারের চেষ্টা করবেন এবং সমিতিকে জানাবেন।

সমিতির পক্ষ থেকে এই মর্মে এক স্মারকলিপি অতিরিক্ত জেলা-শাসকের কাছে পেশ করা হয়েছে।

—সকল প্রকার ঔষধের জন্য—

নির্ণয় ও নিরাময়

রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

ট্রেণে ডাকাতি

রঘুনাথগঞ্জ, ২৩শে অক্টোবর—গত ২০শে অক্টোবর ভোর রাত্রে মহীপাল ষ্টেশনে হাওড়া—নিউ জলপাইগুড়ি প্যাসেঞ্জারের যাত্রীদের উপর একদল দুর্বৃত্ত ছোরা, লোহার রড নিয়ে আক্রমণ করলে কয়েকজন যাত্রী আহত হন। দুর্বৃত্তেরা যাত্রীদের কাছ থেকে কয়েক হাজার টাকা, ঘড়ি ও কিছু গয়না ছিনিয়ে নিয়ে চলন্ত গাড়ী থেকে লাফিয়ে পালিয়ে যায়।

স্থানীয় সংবাদ

বটগাছ ও খেয়াঘাট

জঙ্গিপুর, ২০শে অক্টোবর—মঙ্গলজন—বংশবাটী পথের উপর মাঠের মধ্যে যে বটগাছটি আছে, যে গাছ পথচারীদের গ্রীষ্ম, বর্ষায় আশ্রয় দেয়, সেই গাছের বড় বড় ডাল কেটে ফেলতে দেখা যাচ্ছে। গাছটির অপরাধ সম্পর্কে পথচারী, রাজ্য সরকারের ভূমি রাজস্ব বিভাগ এবং জেলা বোর্ড কেউই ওয়াকিবহাল নন। গাছটিকে বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন।

* * *

বিদ্যুৎ সংকট আজ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে পড়েছে। এই অন্ধকারে যাঁদের জঙ্গিপুর পৌরসভা নিয়ন্ত্রিত দুই ঘাটে পার হতে হয় তাঁদের কাছে নদী এবং পথচলা দুই বিপজ্জনক। বিদ্যুৎ বিভ্রাটে অস্থায়ী আলোর ব্যবস্থা, ঘাটের খেয়া ও পথের সংস্কার একান্ত অপরিহার্য্য।

রাহাজানি—মারামারি—খুন

সাগরদীঘি—এই থানার দেবগ্রামে, আইড়া মাঠের জাগালদার চনা মাল, কলেজের একজন ছাত্র-পথচারীর উপর চড়াও হয়ে মারধোর করে তার সর্বস্ব ছিনিয়ে নিয়ে চম্পট দেয় গত ৭ই অক্টোবর রাত্রে। আহত ছাত্রটিকে আশংকাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়েছে। বিভিন্ন গ্রাম থেকে ছিনতাই এর খবর পাওয়া যাচ্ছে। গ্রামের মানুষ রাত্রে পথচলা বাধ্য হয়ে বন্ধ করেছেন।

* * *

সাগরদীঘি, ২০শে অক্টোবর—মাত্র চার পয়সার সোডার জন্য কাবিলপুরের আফজাল খুন হয়েছে গতকাল দুপুরে তার সহোদর ভাই-এর হাতে। প্রকাশ, চার পয়সার সোডাকে কেন্দ্র করে ২ ভায়ের বৌ ঝগড়া করে এই কাণ্ডটি ঘটাতে সাহায্য করে। রাগের মাথায় আফজালকে ধারালো অস্ত্রের আঘাত করে ভাই ফেরার হয়। ঘটনাস্থলেই আফজাল মারা যায়।

* * *

সাগরদীঘি, ২২শে অক্টোবর—একই সম্পত্তির দুই শরিকে ধান কাটাকে কেন্দ্র করে আজ তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়েছে এই থানার বোথারা গ্রামে। ঐ জমির ধানের ফলন কমবেশীকে কেন্দ্র করে ধান কাটার সময় উভয় শরিকে প্রথমে বচসা এবং পরে সংঘর্ষ বাধায়। লাঠির আঘাতে ২ জন গুরুতরভাবে জখম হয়েছে। আশংকাজনক অবস্থায় তাদের হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়েছে। কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

সুবর্ণ সুযোগ

আগামী ১লা নভেম্বর থেকে আগামী ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে অন্ততঃ ২০০ টাকা জমা থাকলে টাকাটা সুদে বাড়বে, আবার ১লা জুলাই, ১৯৭৪ নাগাদ বিশেষ লটারীর সুযোগ পাবেন। প্রথম পুরস্কার আড়াই লাখ টাকা, ৫টী দ্বিতীয় পুরস্কার এক লাখ টাকা করে। এই রকম আরও ১১১১০টী পুরস্কার আছে। এখনই পোষ্ট অফিসে খবর নিন।

(জেলা তথ্য ও জনসংযোগ সংস্থা, মুর্শিদাবাদ হইতে প্রেরিত।)

কৃষক দিবস উদ্‌যাপন

গত ২৩শে অক্টোবর ভাদুরিয়াপাড়া প্রাইমারী স্কুলে জলঙ্গী ব্লক কৃষক দিবস অনুষ্ঠিত হয়। ১৫০ জন উন্নত চাষী এই শিবিরে যোগদান করেন। উন্নত প্রথায় অধিক ফলনশীল ধান ও গম চাষ, কৃষি উন্নয়নে সমবায় সমিতির ভূমিকা, ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক ঋণ দান প্রভৃতি আলোচনায় বিভিন্ন বিভাগের কর্মীবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন। মুর্শিদাবাদ জেলা শাসক শ্রীরথীন দে ও মহকুমা শাসক শ্রীপাঁচুগোপাল মুখার্জী এই শিবিরে যোগদান করেন। শ্রীদে এ বছর যে সমস্ত জমিতে সেচের ব্যবস্থা আছে সে সমস্ত জমিতে উচ্চ ফলনশীল গম চাষ করে তিন লক্ষ একর জমিতে গম চাষের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সহায়তা করতে আহ্বান জানান। উল্লেখ করা যেতে পারে গত বছর মুর্শিদাবাদ জেলায় ২ লক্ষ ৩৭ হাজার একর জমিতে গম চাষ হয়েছিল। শ্রীদে সারের ন্যায্য বিতরণ যাতে সম্ভব হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি দেন।

[মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ হইতে প্রেরিত।

সবুজ বিপ্লবের শরিক হ'তে রাসায়নিক সার ব্যবহার করুন

এফ, সি, আই-এর অনুমোদিত এজেন্ট

ক্ষুদিরাম সাহা চারুচন্দ্র সাহা

(জেনারেল মার্চ্চেন্টস্ এণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ার্স)

পোঃ ধুলিয়ান, (মুর্শিদাবাদ)

প্রেমের বলি

রঘুনাথগঞ্জ, ৩০শে অক্টোবর—এই থানার বালিঘাটার ক্ষুদি সেখ বর্দ্ধমান জেলার কাকশা থানার ভরতপুর গ্রামে রাজমিস্ত্রীর কাজ করতে গিয়ে আজ থেকে তিন মাস আগে নিখোঁজ হয় এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে গত ৩০/৭/৭৩ রঘুনাথগঞ্জ থানায় ক্ষুদি সেখের আত্মীয়রা একটি ডাইরী করে।

রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ এর রহস্য উদ্ঘাটন করতে গিয়ে সম্প্রতি ক্ষুদি সেখের দলের দু'জন মিস্ত্রী রঘুনাথগঞ্জ থানার ইসলামপুর গ্রামের রাসেদ সেখ ও বালিঘাটার মনটু সেখকে গ্রেপ্তার করে। তাদের জবানবন্দীতে জানা যায়—উক্ত ক্ষুদি সেখ ভরতপুর গ্রামে কাজ করতে গিয়ে ওখানে শিবানী নামে একটি মেয়েকে ভালবাসে। কিন্তু শিবানী গোপনে গ্রামের অপর একটি ছেলের সাথে মেলামেশা করত এবং আক্রোশবশতঃ ঐ ছেলেটিই নাকি একদিন ক্ষুদিকে খুন করে। খুনি গ্রেপ্তার হয়েছে কিনা জানা যায়নি।

বিজ্ঞপ্তি

চৌকি জঙ্গিপুর দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালত

২৫/৭৩ অন্য

বাদী—বেলসণ্ডা গ্রামের জনসাধারণ পক্ষে শিবরাম মণ্ডল দিং

বিবাদী—রতনপুর গ্রামের জনসাধারণ পক্ষে আজিজ সেথ দিং

জঙ্গিপুর দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালতের এলাকাধীন থানা সাগরদীঘির অধীন বেলসণ্ডা গ্রামের জনসাধারণ পক্ষে শিবরাম মণ্ডল, বিনয়কুমার মণ্ডল, ভক্তিভূষণ মণ্ডল, বীরেন্দ্রকুমার মণ্ডল, সাদেমান সেথ এবং মজ্জেম মণ্ডল সাগরদীঘি থানার অধীন রতনপুর গ্রামের জনসাধারণ পক্ষে আজিজ সেথ, গোফুর সেথ, ফরাহাদ সেথ, জলিল সেথ, কাশেম আলি সেথ, আবদুল শুকুর সেথের বিরুদ্ধে জঙ্গিপুর দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালতের এলাকাধীন বেলসণ্ডা মৌজার ৩১৩/১২৭৬ এবং ৩১৩নং দাগদ্বয়ের খালের জলের গলিপথ যাহাতে বিবাদীগণ অন্য-ভাবে প্রবাহিত করিতে না পারেন এবং সেচের প্রয়োজনে বা অন্য কোন প্রয়োজনে উক্ত জল বিবাদীগণ ব্যবহার করিতে না পারেন তজ্জন্য চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের অর্ডার ১ রুল ৮ মতে ২৫/৭৩ নং অন্য প্রকার এক মোকর্দ্দমা করিয়াছেন এবং তাহা বিচারাধীন আছে। উক্ত মোকর্দ্দমায় যে কেহ বাদী অথবা বিবাদী শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন।

By Order of the Court
Sd/- D. P. Roy, Sheristadar,
2nd. Munsif's Court, Jangipur.

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আদর্শ শিক্ষকের জীবনাবসান

বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ হ'তে আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ঐ বছরেই রঘুনাথগঞ্জ মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। ঐ বিদ্যালয় পরে উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। পূর্ণবাবু একই বিদ্যালয়ে একাদিক্রমে ৪৩ বছর শিক্ষকতা করে ১৯৬২ সালে অবসর গ্রহণ করেন। সকল বিষয়ে শিক্ষাদানে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁর মত স্পষ্ট বক্তা, সত্যবাদী, নির্দ্দলীয়, ন্যায়নিষ্ঠ, কর্ত্তব্যপরায়ণ স্বজনদরদী ব্যক্তি আজকাল বিরল।

জঙ্গিপুরবাসী একজন আদর্শ শিক্ষাব্রতীকে হারালেন। তাঁর আত্মার প্রতি আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১২ই নভেম্বর, ১৯৭৩

২১ মনি/৭২ ডিঃ সাজেদা বিবি দেঃ বিলাত আলী পাইকার দাবি ৮৭৭.২৮ পঃ থানা সুতী মৌজে নয়া বাহাদুরপুর ৫.৩৭ পঃ জমার অন্তর্গত ২৪ শঃ মধ্যে ১২ শঃ কাত পরতামত ॥০ আঃ ৫০৲ রায়ত স্থিতিবান ২নং লাট মৌজাদি ঐ ৪২ শঃ মধ্যে ২১ শঃ কাত পরতামত ॥৶০ আঃ ১০০৲ রায়ত স্থিতিবান খং নং ৪৩১ ৩নং লাট মৌজাদি ঐ ৩৩ শঃ মধ্যে ১১ শঃ কাত পরতামত ৫০ পঃ খং নং ৮৭৯ রায়ত স্থিতিবান ৪নং লাট মৌজাদি ঐ ২০ শঃ কাত ৪৪ পঃ তন্মধ্যে ৭ শঃ পরতামত কাত ১৫ পঃ রায়ত স্থিতিবান আঃ ১৪০৲ খং নং ৮৮৪ ৫নং লাট থানা ঐ মৌজে বাহাদুরপুর ৮০ শঃ মধ্যে ২৭ শঃ পরতামত কাত ১।০ রায়ত স্থিতিবান আঃ ৭০৲ খং নং ১১ ৬ নং লাট মৌজাদি ঐ ৩৩॥০ শতকের কাত পরতামত ১.৬ পঃ আঃ ১০০৲ রায়ত স্থিতিবান খং নং ২৬৯

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের মধ্যে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA J.K-96.B

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেস হইতে শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।